মৃত্যুভাবনা : ইসলামে

সোহারাব হোসেন

কি জীবন কি মৃত্যু, ইসলামে, উভয়তই সৃষ্টিকর্তা আল্লাহের নিয়ন্ত্রণে সংঘটিত হয় এই বিশ্বাস প্রত্যেক ইসলাম অনুসরণকারীর মনে বদ্ধমূল। কোরান এবং হাদিসে এ সম্পর্কে স্পষ্ট নির্দেশ রয়েছে। জীবন - মৃত্যুর নিয়ন্ত্রক হিসেবে আল্লাহকে শুধু চিহ্নিত করাই নয় মৃত্যুর অনিবার্যতা, মৃত্যু-মুহূর্ত, মৃত্যু-পদ্ধতি, মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থাসহ বিচিত্র ভাবনার কথা এ দুই মহাগ্রন্থে নির্দেশিত। ইসলামের বিশ্বাস অনুযায়ী দেহের সঙ্গে আত্মার বা রুহের সংযোগ স্থাপনকে জীবন এবং দেহ থেকে রুহূকে বিচ্ছিন্ন করাকে মৃত্যু বলে মেনে নেওয়া হয়। ধর্ম বিশ্বাস অনুযায়ী সৃষ্টিকর্তা পরীক্ষা করার জন্যই মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। পরীক্ষা সমাপনান্তে মৃত্যুর মাধ্যমে নিজের সৃষ্টিকে নিজে তুলে নেন। কোরাণ থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি এক্ষেত্রে স্মরণযোগ্য—

১. ''তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য ... মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন, কে তোমাদের মধ্যে কাজে ভালো (দেখার জন্য)'' — সুরা মুলক্, ৬৭ :২

২. ''তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন করতে চাও, তোমাদের সেই মৃত্যুর সম্মুখীন হতেই হবে।'' —সুরা যুমুর, ৬২ :৮

৩. ''মৃত্যু যন্ত্রণা অবশ্যই আসবে।'' —সুরা ক্বাক, ৫০ : ১৯

৪. ''প্রাণী মাত্রেই মৃত্যুর আস্বাদ ভোগ করবে এবং তোমাদের কৃতকর্মের পারিশ্রমিক পুরোমাত্রায় ভোগ করতে হবে।''—সুরা ইমরান

৫. ''তোমরা লৌহ দুর্গে অবস্থান কর না কেন মৃত্যু যে তোমাদের পাকড়াও করবেই করবে একথা সুনিশ্চিত।'' —সুরা নিসা

কোরান বর্ণিত এই পাঁচটি আয়াত প্রমাণ করছে যে মৃত্যু অনিবার্য। মৃত্যুর হাত থেকে কেউ নিস্তার পাবে না। আর এই অবধারিত মৃত্যু আলাহের নিয়ন্ত্রণেই ঘটে। পাশাপাশি একটি হাদিসও এখানে উদ্ধারণযোগ্য।

হজরত আবু তাল্হার এক ছেলে যখন অসুস্থ ছিল তখন জরুরি একটি কাজে তিনি সফরে গিয়েছিলেন। তাহ্লা বাইরে থাকাকালীন ছেলেটি মারা যায়। কিছু পর ঘরে ফিরে তাহলার স্ত্রী উম্মে সুলায়মকে জিজ্ঞাসা করলেন— ছেলে কেমন আছে? উত্তরে উম্মে সুলায়ম বলেছিলেন—সে পূর্বাপেক্ষা অনেক শান্তিতে আছে। অতপর স্বামীকে খাবার - পানীয় খাইয়ে শান্ত করার পর উম্মে সুলায়ম জিজ্ঞাসা করলেন—কোনো মানুষ যদি কারও কাছে কিছু গচ্ছিত রাখে এবং কিছুদিন পর ফেরত চায় তবে কী তার উচিত? এ প্রশ্নের উত্তরে তাল্হা জানিয়েছিলেন—ওই গচ্ছিত দ্রব্য যথার্থ মালিকের কাছে ফেরত দেওয়াই কর্তব্য। নিজের কাছে রাখার কোনও অধিকারই কারও নেই। স্বামীর উত্তর শুনে অতঃপর উম্মে সুলায়ম পুত্রের মৃত্যুসংবাদ দিয়ে বললেন—আল্লাহ তার সৃষ্টি আপনার ছেলেকে আপনার কাছে কিছু দিনের জন্য জমা রেখেছিলেন। আজ তা ফেরত নিয়েছেন। আপনার ছেলে মারা গেছে। যান তাকে নিয়ে যান, দাফন করে আসুন।''

—বর্ণনাকারী : হজরত আনাস, বুখারি, বিয়াযুস সালেহিন।

বর্ণিত হাদিসটি প্রমাণ করেছে জীবনদাতা আল্লাহ প্রয়োজন মনে করলেই জীবনের সমাপ্তি ঘটিয়েই মৃত্যু আনেন। নিজের সৃষ্টিকে তুলে নেন। আর ইসলামের বিশ্বাসী মনুষ সেটাকে শান্ত চিত্তে মেনে নেয়।—হ্যাঁ ইসলামের মৃত্যুভাবনায় এটাই তাৎপর্যপূর্ণ কথা যে, জীবন - মৃত্যুকে ঈশ্বরের ইচ্ছা বলে বিশ্বাস করা। দুটো ব্যাপারের উপর আল্লাহের নিরঙ্কুশ অধিকারকে মেনে নেওয়া। আর মাঝখানের কর্মজীবন যেহেতু ঈশ্বরের পরীক্ষা সেহেতু সেখানে কু কিংবা সু মানসিকতায় মানুষের ইচ্ছাকেই বড়ো বলে ভাবা হয় এবং কর্মজীবনের ভিত্তিতেই পরবর্তী মৃত্যু কার্যক্রম ভালো এবং মন্দ হিসেবে নির্ধারিত হয় বলেও ইসলাম বিধান দিয়েছে।

দ্মীবন এবং মৃত্যুকেই ইসলাম জীবনের সমস্তখানি বলে মনে করে না। বিশ্বাস মৃত্যুর পরও রয়েছে জীবনের নির্দিষ্ট প্রবাহ—স্থিরকৃত রুটিন। সদর্থে জীবন, মৃত্যু এবং মৃত্যুপরবর্তী স্তরকে ইসলাম তিনটি পর্যায়ে ব্যাখ্যা করে। সেই তিন পর্যায় হল—

১. ইহলোক

২. মধ্যলোক

৩. পরলোক

ইহলোক হল জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত সময়সীমা। মধ্যলোক হল মৃত্যুর পর থেকে কেয়ামত তথা শেষ বিচারের জন্য পুনরুত্থান পর্যন্ত সময়কাল। আর পরলোক হল কর্মফল অনুযায়ী বিচার পর্বের পর বেহেস্ত কিংবা দোজোখবাস পর্ব। বর্তমান আলোচনায়, প্রথম পর্বের শেষ থেকে তৃতীয় পর্ব পর্যন্ত অবস্থাকে ইসলাম কীভাবে নির্দিষ্ট করে রেখেছে তার স্বরূপ উদ্ঘাটনের প্রয়াস করা হবে।

মৃত্যুকে ইসলামে যেমন অবধারিত বলা হয়েছে তেমনি পূর্ব - নির্দিষ্ট বলেও ঘোষণা করা হয়েছে। কোরাণে আছে— প্রত্যেকের মৃত্যুর জন্য ঠিক যে মুহূর্তটি নির্ধারিত আছে, তার এক মুহূর্ত আগেও যেন তা সংঘটিত হবে না, হতে পারে না। তেমনি সে-মুহূর্তকে ঠেকিয়ে রাখার, পলকের জন্য পিছিয়ে দেবার, সাধ্যও কারও নেই এবং কখনও পিছবে না। অর্থাৎ মৃত্যু অনিবার্য এবং তার সময় আগে থেকেই স্থির।

তো সেই চরম মুহূর্তটি যখন আসে তখন, মৃত্যুদূত, আজরাইল নামধারী এক ফেরেস্তা, মুমূর্ষুর সামনে হাজির হন। তিনিই দেহ থেকে রুহু বা আত্মা বিচ্ছিন্ন করেন। ভালো লোক ও মন্দ লোক ভেদে মুমূর্ষু ব্যক্তি আজরাইলের সামনে মরণ মুহূর্তে দু'রকম আচরণ করে বলে ইসলাম ঘোষণা করেছে। কোরাণ - হাদিসের ব্যাখ্যানুসারে জানা যাচ্ছে, মরণ - মুহূর্তে মানুষের সামনে অদৃশ্য জগতের দ্বারা খুলে যায়। পাপাত্মার সামনে ভয়ঙ্কর দোজখর দৃশ্য এবং পুণ্যাত্মার সামনে মনোরম বেহেস্তের দৃশ্য স্পষ্ট হয়। সেই অনুযায়ী পাপাত্মা মরণ - মুহূর্তে ভীত - সন্ত্রস্ত এবং পুণ্যাত্মা আনন্দিত হয়। কোরাণের দু'টি সুরায়, আনআম এবং আনফালে, পাপাত্মার মৃত্যু মুহূর্ত এইভাবে বর্ণিত হয়েছে।

১. ওগো নবি, যদি তুমি সেই রোমাঞ্চকর দৃশ্য দেখতে পেতে, পাপাত্মা যখন মরণজ্বালায় অস্থির, ফেরেস্তারা তার দিকে হাত বাড়িয়ে কঠোর ভাষায় বলেছে— বের করে দাও তোমাদের প্রাণ, আল্লাহর প্রতি মিথ্যা উক্তি, এবং তাঁর নিদর্শন-নির্দেশকে

উপেক্ষা ভরে এড়িয়ে চলার প্রতিফল স্বরূপ আজ তোমার নিকৃষ্টতম শাস্তি প্রদত্ত হবে। —সুরা আন আম

২. ওগো নবা, যদি তুমি সে দৃশ্য দেখতে পেতে, ফেরেস্তারা যখন পাপী বেইমানের আত্মা আত্মসাৎ করেন, তাদের মুখে পিঠে প্রহার করেন এবং বলেন— জ্বলন্ত আগুনে শাস্তির আস্বাদ ভোগ কর, এ তোমাদের সঞ্চিত কীর্তির প্রতিফল মাত্রর। —সুরা আন্‌সাল।

মৃত্যু মুহূর্তে তাই পাপাত্মা শঙ্কিত হয়ে পড়ে। অস্থির হয়। তার মৃত্যুক্ষণের বর্ণনা, ইসলাম —অনুসারী এইরকম—মৃত্যুক্ষণ আসন্ন হলে, আকাশ থেকে কালো মুখের ফেরোস্তারা মুমূর্ষুর মাথার কাছে বসে বলেন— 'হে দুরাত্মা! এসো, আল্লাহর অসন্তোষ ও রোষের দিকে।' নিতে শুরু করে। যদিও তাতে কোনও ফল হয় না। ফেরেস্তারা তাকে বিশ্রীভাবে টেনে বার করে। তারপর তাকে দুর্গন্ধিযুক্ত চটের বস্তার কাপড়ে জড়িয়ে ফেলে।

পক্ষান্তরে পুণ্যাত্মর মৃত্যুক্ষণের যে বর্ণনা ইসলাম দেয় তা সুন্দর। পুণ্যাত্মাকে মৃত্যুদূত জানায় জানায় মধুর কণ্ঠে সাদর সম্ভাষণ। কোরাণে এই বর্ণনা এইভাবে আছে—

'ওগো শান্ত সুনির্মল আত্মা! সানন্দ চিত্তে ফিরে এসো তোমার প্রতি সদয় সন্তুষ্ট প্রিয়তমের পুত সন্নিধানে।' —সুরা আলফজর।

হাদিসের বর্ণনা অনুসারেও দেখা যায় পুণ্যাত্মার মরণ মুহূর্ত বেশ সুখকর। মিশকাত ইত্যাদি হাদিসে হজরত মহম্মদের বর্ণিত এই মুহূর্তের বর্ণনা এইরকমভাবে আছে—

'ওগো শান্ত সুনির্মল আত্মা! সানন্দ চিত্তে ফিরে এসো তোমার প্রতি সদয় সন্তুষ্ট প্রিয়তমের পুত সন্নিধানে।' —সুরা আলফজর।

হাদিসের বর্ণনা অনুসারেও দেখা যায় পুণ্যাত্মার মরণ মুহূর্ত বেশ সুখকর। মিশকাত ইত্যাদি হাদিসে হজরত মহম্মদের বর্ণিত এই মুহূর্তের বর্ণনা এইরকমভাবে আছে—

'পুণ্যাত্মা যখন উপস্থিত হন মরণের সদর দ্বারে, আল্লাহর রহমতের প্রিয়দর্শন ফেরেস্তারা আসেন তাঁর অভ্যর্থনার জন্য। তাদের হাতে বেহেস্তী মখমলের শুভ্র সুবাসিত কোমল কফিল। ...অতঃপর আজরাইল ফেরেস্তা আসেন। মুমূর্ষুর মাথার কাছে বসে প্রামস্পর্শী ভাষায় আহ্বান করেন— ওগো পুণ্যাত্মা, চল আজ আল্লাহর অনন্ত ক্ষমা এবং সুখ সম্ভোগের চিরন্তন শান্তিধামে। তোমার প্রতি সদয় সন্তুষ্ট মহিমময়ের পুণ্য সন্নিধানে।'

স্বভাবতই, এমন সম্ভাষণের পর যে মৃত্যু তা মনোরম হওয়াই স্বাভাবিক। ইসলামে এই মনোরম মৃত্যুর বর্ণনায় এইভাবে করা হয়েছে—এভাবে রুহু তার দেহ থেকে বেরিয়ে আসে, এত সহজে, এত সাবলীলভাবে, যেমন পানির আধার থেকে বেরিয়ে আসে পানির ফোঁটা। তারপর মৃত্যুর ফেরেস্তা আজরাইল রুহুটি তাঁর হাতে নেন। অন্যান্য ফেরেস্তারা উঠে দাঁড়িয়ে সুগন্থি কাপড়ে রুহুকে জড়িয়ে ফেলেন।

দেহ থেকে আজরাইল কর্তৃক এইভাবে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করার কাজ শে, হলে পর অন্যান্য ফেরেস্তারা রুহু নিয়ে ঊর্ধ্বকাশের দিকে, খোদার আরশের দিকে, উড়ে যেতে শুরু কেনর। আর মানুষের দেহটি মৃত হিসেবে গণ্য হয়। তবে আত্মাকে নিয়ে ফেরেস্তাদের এই যাত্রাপথের বিবরণও পাপাত্মা - পুণ্যাত্মাভেদে দু'রকম। পর্যায়ক্রমে এই বর্ণনাকে উদ্ধার করা হল—

২. পাপাত্মার যাত্রা :

পাপীর দেহ থেকে আজরাইল রুহুকে বিচ্ছিন্ন করার পর তুলে দেন অপেক্ষারত ফেরেস্তাদের হাতে। তারা নোংরা চটের মলিন দুর্গন্ধযুক্ত কফিনে জড়িয়ে তাকে নিয়ে চলেন ঊর্ধ্ব জগতের পথে। তার দুর্গন্ধে অতিষ্ট হয়ে পথিমধ্যের ফেরেস্তারা জানতে চান— এ কোন হতভাগ্য পাপাত্মাকে তোমরা নিয়ে যাচ্ছ? উত্তরে আত্মা বহনকারী ফেরেস্তারা পাপীর পরিচয় দেয়। তারপর হাজির হন সপ্তস্তরবিশিষ্ট আসমানের প্রথমটির দ্বারে। যদিও আল্লাহের নির্দেশে দ্বাররক্ষী দ্বার খুলে দেয় না। কোরাণ বলেছে, আল্লাহ এক্ষেত্রে বলেন— 'যারা আসার নির্দেশাবলীকে মিথ্যা বলে এবং অহংকারে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আকাশের দ্বার তাদের জন্য উন্মুক্ত হবে না এবং তারা বেহেস্তেও প্রবেশ করতে পারবে না যতক্ষণ না সুচের ছিদ্রপথে উষ্ট্রা প্রবেশ করে। অতঃপর খোদার নির্দেশে মহাপাপী বেইমান কাফেরদের দপ্তরে, সিজ্জিনে, তার নাম লিপিবদ্ধ করে রাখা হয় এবং আল্লাহের হুকুমেই বহনকারী ফেরেস্তারা এই প্রথম আকাশ থেকেই পাপাত্মাকে ঘৃণাভরে ছুঁড়ে ফেলে দেন।

২. পুণ্যাত্মার যাত্রা :

মনোরম আরামপ্রদ মৃত্যুর পর পুণ্যাত্মার রুহুটিকে সমাগত ফেরেস্তারা আজরাইলের হাত থেকে গ্রহণ করে বেরশমি সুরভিত কোমল কফিনে জড়িয়ে ঊর্ধ্বাকাশের দিকে যাত্রা শুরু করেন। কস্তুরীকে হার মানানো সুগন্ধে সুরভিত আত্মার সুবাসে আকৃষ্ট হয়ে পথে অবস্থিত ফেরেস্তারা জানতে চান— কে এই সৌভাগ্যবান। বহনকারী ফেরেস্তারা পুণ্যাত্মার পরিচয় দিয়ে হাজিরর হন প্রথম আকাশের দ্বারে। সেখানে দ্বাররক্ষী সাদর আপ্যায়নে দরজা খুলে দেন। এমন আপ্যায়নে সপ্তম আসমান ভেদ করে শেষ পর্যন্ত খোদার আসন আরশে পৌঁছান বহনকারী ফেরেশতারা। তারপর আল্লাহের নির্দেশে পুণ্যাত্মাদের দপ্তরে তার নাম লেখানো হয়। অতঃপর ওই ফেরেস্তারা তাকে পুনরায় পৃথিবীতে রেখে যান।

মৃত্যুর পর ফেরেস্তারা যখন পাপাত্মা - পুণওাত্মাকে নিয়ে ঈশ্বরের কাছে যান এবং নির্দেশমতো আবার পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনেন তখন পৃথিবীতে মৃত দেহকে সমাহিত করা হয়। ইসলামের রীতি অনুসারে মৃতদেহকে পবিত্র গোফল দিয়ে কবরস্থ করা হয়। এই কবর পর্বই মধ্যলোক। বিশ্বাস এই যে, মৃতদেহকে কবরে সমাথিস্ত করা মাত্রই রুহু বহনকারী ফেরেস্তারা পুনরায় রুহুকে মৃতদেহ ফিরিয়ে দেন। তাতে মৃতদেহ প্রাণ পায়। এই সময় তাকে শেষ বিচারেরর জন্য পুনরায় জীবিত করার আগে পর্যন্ত দেহটি কবরে তথা মধ্যলোকে অবস্থান করলে বলেই ইসলাম - বিশ্বাসীরা মনে করেন। এই মধ্যলোকেও পাপাত্মা ও পুণ্যাত্মাভেদ মৃত ব্যক্তির প্রতি দু'রকম ব্যবহার বিধি, শাস্তিবিধান কিংবা পুরস্কার প্রদানের কথা ইসলামে বলা আছে। মধ্যলোকে মৃতদেহকে কবরস্থ করে মৃতের আত্মীয়রা চলে আসার পর কবরে হাজির হন দুই ফেরেস্তা— নরক ও নকির, এই দুই ফেরেস্তা মৃতকে কবরের মধ্যে উঠিয়ে বসান। তারপর তিনটি প্রশ্ন করেন। প্রশ্ন তিনটির উত্তর পুণ্যাত্মারা ঠিক ঠিক দিতে পারে পাপত্মারা পারে না। এই প্রশ্নোত্তর পর্বটি এমন হয়—

১. পুণ্যাত্মার ক্ষেত্রে

প্রশ্ন : বল তো তোমার প্রভু কে?

উত্তর : আল্লাহতালাই আমার প্রভু

প্রশ্ন : তোমার ধর্ম কি?

উত্তর : ইসলামই আমার ধর্ম।

প্রশ্ন : (হজরত মহম্মদকে দেখিয়ে) তোমাদের মধ্যে এই প্রেরিত পুরুষটি কে?

উত্তর : তিনি আল্লাহের রসুল।

প্রশ্ন : তুমি এসমস্ত কীরূপে জানতে পারলে?

উত্তর : আমি আল্লাহের কেতাব পড়েছি, তার উপর ইমান এনেছি এবং অন্তরে মনে তা বিশ্বাস করেছি।

১. পাপাত্মার ক্ষেত্রে :

প্রশ্ন : তোমার প্রভু কে?

উত্তর : হায় হায় আমি তো জানি নে।

প্রশ্ন : তোমার ধর্ম কি?

উত্তর : হায় হায় আমি তো জানি নে।

প্রশ্ন : তোমাদের মধ্যে প্রেরিত ওই পুরুষটি কে?

উত্তর : হায় হায় আমি তো জানি নে।

মধ্যলোকে প্রবেশমাত্র এই যে প্রশ্নোত্তর পর্বের সম্মুখীন হয় মৃত ব্যক্তি এবং ফেরেস্তাদের প্রশ্নের উত্তরে দু'রকম উত্তর দেয়, তোর প্রেক্ষিতে পুণ্যাত্মাকে পুরুস্কার এবং পাপাত্মাকে শাস্তি দেওয়ার কথা কোরাণ - হাদিসে নির্দেশিত। পুণ্যাত্মা যথার্থ উত্তর দেওয়ামাত্রই ঈশ্বর নির্দেশ দেন— 'আমার বান্দা ঠিকই বলেছেন। তোমরা তার জন্য বেহেস্তি বিছানা পেতে দাও, তাকে বেহেস্তি পোশাক পরাও, এবং তার জন্য বেহেস্তের দিকে একটি দরজা খুলে দাও।' এই দরজা দিয়ে পুণ্যাত্মা বেহেস্ত দেখতে পায়। একটি হাদিসে এ প্রসঙ্গে যা বর্ণিত হয়েছে তা এরকম— ফেরেস্তেরা পুণ্যাত্মাকে বলবেন, নরকের বাসস্থানের পরিবর্তে করুণাময় আল্লাহ। তোমাকে বেহেস্তের এই সুরম্য আবাস দান করেছেন। (বুয়ারি) আর একটি হাদিস অনুসারে দেখা যায়, প্রশ্নোত্তরে সন্তুষ্ট হয়ে মুনকর ও নকিব পুন্যাত্মাকে আশ্বাস্ত করেন। তার কবর তখন সত্তর ফুট প্রশস্ত ও আলোকিত হয়। ফেরেস্তারা তাকে বলেন— দুলহিনের মতো (নিশ্চিন্তে ও শান্তিতে) ঘুমাও যাকে একমাত্র তার স্বামী ছাড়া আর কেউ জাগাতে পারে না। (বর্ণনাকারী আবু হুরায়বা)। অন্য একটি হাদিসে পুন্যাত্মার সঙ্গে কবরের মাটির কথোপকথনের যে বর্ণনা আছে সেখানে দেখা যায় পুণ্যাত্মা সমাদর লাভ করে সবসময় —'যখন এক বিশ্বাসী কবরস্থ হয় তখন কবর তাকে বলে, এ ঘরে তোমাকে স্বাগত জানাই। বস্তুত তুমি আমার প্রিয় ছিলে। এখন তুমি যখন আমার হেফাজতে, এখন দেখবে আমার কাছ থেকে কী সুন্দর ব্যবহার পাও। তারপর কবর প্রশস্ত হয় এবং জান্নাতের একটি দরজা তার জন্য খুলে দেওয়া হয়। স্পষ্টতই দেখা যাচ্ছে পুণ্যাত্মার জন্য মধ্যলোক বেশ আরামপ্রদ। পুণ্যাত্মা এখানে কেয়ামতের পূর্ব পর্যন্ত এমন ভাবেই শায়িত থাকবে।

পাল্টা দিকে কবরে পাপাত্মার জন্য ভয়ানক সব শাস্তির বিধান রয়েছে।। হাদিসে বলা আছে তখন কোনও অবিশ্বাসীকে কবরে সমাহিত করা হয় তখন কবর মৃত ব্যক্তিকে বলে— 'তুমি চরম অবাঞ্ছিত। তুমি খুব খারাপ জায়গায় এসে গেছ। তুমি ছিলে অত্যন্ত ঘৃণ্য। এখন তুমি যখন কবরস্থ হয়েছ, তখন দেখবে আমি তোমার সঙ্গে কীরূপ ব্যবহার করি। অতঃপর সে (কবর) তাকে প্রবলভাবে এমন চাপ দেয় যে পাঁজর ভেঙে যায়।' (মিশাকাত)

পাশাপাশি মুনকর ও নকিবের প্রশ্নের উত্তর যথাযথ না দিতে পাবার জন্য ঊর্দ্ধাকাশ থেকে আল্লাহের নির্দেশ ঘোষত হয়—'মি বলেছে, একে নারকীয় আসুনের পোশাক পারও। এবং এর জন্য দোজখের একটি দরজা খুলে দাও।' —দোজখের দিকের দ্বার খুলে যাওয়ার পর উত্তপ্ত বাতাসের যন্ত্রণা মৃত ব্যক্তি বোগ করতে থাকে। কবরের চাপে তার পাঁজর এদিক - ওদিক হয়ে যাবে। তারপর নিযুক্ত দু'জন মূক - বধির ফেরেস্তা লোহার গদা দিয়ে তাকে প্রচণ্ড প্রহার করতে থাকেন। এই গুরুগর্জন প্রহারের শব্দ মানুষ ব্যতীত যাবতীয় জীবজন্তুই শুনতে পায়। —এমনটা চলতে থাকবে কেয়ামতের বিচারের জন্য তাকে পুনরুত্থানের পূর্ব পর্যন্ত।

মৃতের মধ্যলোক পর্ব শেষ হবে কেয়ামতের দিন সমস্ত মৃতদেহকে পুনরুত্থানের মাধ্যমে। এই পুনরুত্থান পর্বের সূচনা হবে বিশ্ব - ধ্বংসের মাধ্যমে। শাস্ত্র বলেছে— বিশ্ব - ভুবনের মহাপ্রলয়ের সূচনা হবে ইস্রাফিল নামক এক ফেরেস্তার কর্তক শিঙা নামক বাঁশি ফুঁকে দেওয়ার মাধ্যমে। সমস্ত বিশ্ব ধ্বংস হওয়ার পর আসবে অন্তিম বিচারের লগ্ন। মস্ত মানুষ মধ্যলোক ত্যাগ করে হাজির হবে কেয়ামতের ময়দানে। তবে ব্যাপারটি সংঘটিত হবে ইস্রাফিলের দ্বিতীয়বার বাঁশি বাজাবার মাধ্যমে। আল্লাহ, অতঃপর, পাপ - পুণ্যের বিচার করবেন। বিচারের পর শাস্তিবিধান কিংবা পুরস্কার। পাপাত্মারা চিরকালের জন্য নরকবাসী হয়ে মারাত্মক কষ্টকর জীবনযাপন করবে আর পুণ্যাত্মারা বেহেস্তবাসী হয়ে অনন্ত সুখ ভোগ করবে। কোরাণ - হাদিসে চরম নরক যন্ত্রণা ও চরম বেহেস্তী সুখের পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা আছে।

ইসলামে মৃত্যুভাবনার যে পরিচয় এতক্ষণ নেওয়া হল সেখান থেকে কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যেতে পারে। যথা— এক, মৃত্যুর ব্যাপারটা পুরোপুরি ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত। মানুষের কোনোরূপ ভূমিকা সেখানে নেই। দুই, মৃত্যু এখানে জীবনের পরবর্তী দুটি স্তর হিসেবে চিহ্নিত। আসলে জীবনকে যদি একটি চক্রে প্রতিস্থাপিত করা হয় তবে তার তিনটি স্তর থাকবে। প্রথম স্তরে জীবন্ত মানুষের চক্র, দ্বিতীয় স্তরে মৃতদেহ কিন্তু আত্মার জীবন্ত চক্র এবং তৃতীয় স্তরে প্রথম স্তরের মতো দেহ ও আত্মার জীবন্ত অবস্থা। এই হিসেবে জীবন হল— জীবন+মৃত্যু+আত্মা ও দেহের চিরকাল জাগরুক থাকার একটি পূর্ণাঙ্গ চক্র। তিনি পার্থিব মৃত্যু পর যে মধ্যলাক ও পরলোকের কথা এখানে স্বীকৃত, সেই দুই লোকে কোনও মানুষের ভালো থাকা বা মন্দ থাকার ব্যাপারটা মৃত্যুর আগে পার্থিব জীবনে কোনোও মানুষের কর্মফলের মাধ্যমে নির্ধারিত হতে দেখা যাচ্ছে। ব্যাপারটা ন্যায়ধর্মের জয় এবং অন্যায় ধর্মের পরাজয়ের মতো চার - জীবনের প্রথম স্তর তথা ইহলোকের কার্যাবলীকে পরবর্তী দুই স্তরের ভিত্তি হিসেবে ঘোষণা করে ইসলাম পার্থিব জীবনে মানুষকে সদাচারী ও ভালো করার কথাই শক্তপোক্তভাবে ঘোষণা করেছে। এই হিসেবে মৃত্যুই হয়ে উঠেছে জীবনাচারণের ব্যাকরণ।